স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত

গৃহস্থের কর্তব্য

গৃহস্থই সমাজের ধারণকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা

সশ্রদ্ধ নিবেদনে

বিবেকচিন্তন

(স্বামীজির আদর্শ প্রচারে ব্রতী ফেসবুক পেজ)

সক্রিয়ভাবে এই পেজটি ফলো করতে ও
স্বামীজির আদর্শ সকলের কাছে পৌঁছতে দিতে
নীচের QR কোডটি স্ক্যান করুন

স্বামী বিবেকানন্দ একজন সন্ন্যাসী। একজন গৃহস্থ তাঁর কাছ থেকে কেন নিজের কর্তব্য শিখবেন ?

১

আদর্শ গৃহস্থ ও আদর্শ সন্ন্যাসীর চরিত্র ও মানসিকতার মধ্যে অনেক মিল – প্রখর বাস্তববুদ্ধি, দয়া, ত্যাগ, ধৈর্য, উদারতা ইত্যাদি গুণ দুজনের মধ্যেই থাকা প্রয়োজন।

২

স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন – নিজের নিজের জীবনে সকলেই মহান, সন্ন্যাসী হোন বা গৃহস্থ; শান্তি ও আনন্দ পেতে গেলে সবাইকে সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হবে, এরূপ আদৌ নয়। গৃহস্থ নিজের কর্তব্য করার মাধ্যমে কীভাবে শান্তি ও আনন্দ পেতে পারেন, সেই পদ্ধতি জানা ও বোঝা সকলেরই প্রয়োজন।

“গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি ও অবলম্বন; তিনিই প্রধান সম্পদ-উপার্জনকারী। দরিদ্র ও দুর্বল, এবং বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক – যারা বাইরের কোন কাজ করে না – সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করছে।

অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করতে হবে, এবং সেই কর্তব্যগুলি এমন হওয়া উচিত, যেন সেগুলি সাধন করতে করতে তিনি দিন দিন নিজের হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন।”

প্রথম কর্তব্য নিঃস্বার্থ কর্ম

- সকল কাজ করলেও কখনোই ফলের আকাঙ্ক্ষা করবেন না

- কাউকে সাহায্য করলে তার কাছ থেকে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার আশা করবেন না

- সৎকর্ম করলে তাতে নাম-যশ হল বা না হল, এবিষয়ে একেবারে দৃষ্টি দেবেন না

এই তিনটিই এ জগতে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার !

“জগতের লোক যখন প্রশংসা করে, তখন ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পেলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরের মতো কাজ করতে পারে, কিন্তু কারও স্তুতি-প্রশংসা না চেয়ে অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়ে সর্বদা সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হবেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ - তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। তবুও তাঁকে সর্বদা কর্ম করতে হবে, তাঁর নিজের সমস্ত কর্তব্য সাধন করতে হবে। তিনি যাই করবেন, তাই তাঁকে ব্রহ্মে সমর্পণ করতে হবে।”

দ্বিতীয় কর্তব্য সৎ আয়, সৎ ব্যয়

- গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকা উপার্জন, কিন্তু তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, মিথ্যা কথা বলে, প্রতারণা করে অথবা চুরি করে যেন তা সংগ্রহ না করা হয়।

- গৃহস্থকে মনে রাখতে হবে - তাঁর জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য।

তৃতীয় কর্তব্য মাতা-পিতার সেবা

মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জেনে গৃহী ব্যক্তি সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাঁদের সেবা করবেন।

পিতামাতা হতেই এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে, অতএব শত শত কষ্ট স্বীকার করেও তাঁদের প্রীতিসাধন করা উচিত।

পিতামাতার সামনে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করবে না।

যে সন্তান পিতামাতাকে কখনও কর্কশ কথা বলে না, সেই প্রকৃত সুসন্তান।

পিতামাতাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করবে, তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তাঁদের বিনা অনুমতিতে বসবে না।

চতুর্থ কর্তব্য পত্নীর পরিপালন

গৃহী ব্যক্তি

- পত্নীকে কখনও তাড়না করবেন না
- পত্নীকে মাতৃবৎ পালন করবেন
- পত্নীর অপ্রিয় আচরণ করবেন না
- ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদা পত্নীর সন্তোষবিধান করবেন
- পত্নীর সামনে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করবেন না
- পরস্ত্রীর সাথে নির্জনে শয়ন বা বাস করবেন না

পঞ্চম কর্তব্য   সন্তান প্রতিপালন

সন্তানকে

- চার বছর বয়স অব্দি লালন করবেন
- ষোল বছর বয়স পর্যন্ত নানাপ্রকার সদগুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দেবেন
- কুড়ি বছর বয়স হলে তাদেরকে বাড়ির নানা কাজকর্মে যুক্ত করবেন
- বাকি জীবন তাদের আত্মতুল্য মনে করে স্নেহ প্রদর্শন করবেন
- বিবাহযোগ্যা কন্যাকে ধনরত্নের সাথে বিদ্বান বরকে সম্প্রদান করবেন

ষষ্ঠ কর্তব্য পরিজন প্রতিপালন

গৃহী ব্যক্তি নিজ বিত্তের দ্বারা

- ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন করবেন ও তাদের সন্তোষ বিধান করবেন।

- যারা স্বধর্মে নিরত, একই জনপদের অধিবাসী, অতিথি ও উদাসীন সাধুগণকে সাহায্য করবেন।

- কখনোই অর্থের গর্ব বা অহঙ্কার প্রকাশ করবেন না; অর্থের বিষয় সর্বদা গোপন রাখবেন; এটিই সাংসারিক বিজ্ঞতা। এর ফলে গৃহস্থ দুর্নীতির হাত হতেও রক্ষা পাবেন।

সপ্তম কর্তব্য আদর্শ আচরণ

গৃহস্থ ব্যক্তি

- মাতা, পিতা, সন্তান, পত্নী, ভ্রাতা ও অতিথিকে ভোজন না করিয়ে কখনোই আগে নিজে ভোজন করবেন না।
- অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস, খাদ্য ও বস্ত্রে আসক্তি ত্যাগ করবেন।
- আহার, নিদ্রা, বচন, সকলই পরিমিতভাবে করবেন।
- অকপট, নম্র, শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হবেন।

- তিনটি বিষয়ে কিছু বলবেন না - নিজের যশ ও পৌরুষের বিষয়ে, অপরের বলা গুপ্ত কথা এবং অপরের উপকারের জন্য তিনি যা করেছেন।

-

- সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলবেন। কখনোই তিনি নিজের যশ খ্যাপন করবেন না এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করবেন।

-

- অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য, হিংসা, অপরের অনিষ্টাচরণ পরিত্যাগ করবেন।

-

- সৎ উপায়ে ও সৎ উদ্দেশ্যের জন্য, জ্ঞান এবং ধন উপার্জনে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

-

- নিজের সাধ্যের অতীত কোনো কাজে যুক্ত হবেন না ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণা করবেন না।

অষ্টম কর্তব্য শত্রু বিনাশ

গৃহস্থ ব্যক্তি

- অসৎ ব্যক্তি ও শত্রুদের বিরুদ্ধে শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করবেন
- শত্রুদের শাসন করবেন
- শত্রুশাসন করতে না পেরে ঘরের কোণে বসে কাঁদবেন না, বা বৃথা জল্পনা করবেন না
- নিন্দিত, অসৎ ব্যক্তিদের কোনো সম্মান দেবেন না; এতে সমাজে অসৎ প্রভাব বৃদ্ধি পায়
- স্বদেশ বা স্বধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে গৃহস্থের মৃত্যু অতি গৌরবের

নবম কর্তব্য বন্ধু নিরূপণ

গৃহস্থ ব্যক্তি

- যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন না

- যেখানে সেখানে গিয়ে লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করবেন না

- যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছা, তাঁদের কার্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তাঁদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করে, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করে তারপর বন্ধুত্ব করা উচিত।

- লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি জেনে তবে তাদের উপর বিশ্বাস করবেন।

দশম কর্তব্য শ্রদ্ধা

যদি কেউ সংসার থেকে দূরে থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করতে যান, তাঁর এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, যাঁরা সংসারে থেকে জগতের হিত-চেষ্টা করছেন, তাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করছেন না; আবার যাঁরা স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য সংসারে রয়েছেন, তাঁরা যেন সংসারত্যাগীদেরকে নীচ ভবঘুরে মনে না করেন।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান